গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১০ সংখ্যা | ৪ - ১০ অক্টোবর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ইজরায়েল কর্তৃক প্যালেস্টাইন ও লেবাননের স্বাধীনতাকামী নেতাদের হত্যা

তীব্র নিন্দা এসইউসিআই(সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েল প্রথমে প্যালেস্টাইন ও পরে লেবাননে লাগাতার প্রাণঘাতী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। প্যালেস্টাইনের আগ্রাসন প্রতিরোধী সংগঠন হামাস এবং লেবাননের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল হিজবুল্লার একাধিক শীর্ষস্থানীয় নেতাকে তারা খুন করেছে। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। গত জুলাই মাসে হামাসের দুই নেতাকে হত্যার পরেই হামাসের মিলিটারি শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ দেইফকে হত্যা করে ইজরায়েল। ২৭ সেপ্টেম্বর লেবাননের রাজধানীতে হিজবুল্লা-প্রধান হাসান নাসারাল্লাকে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। এর আগেই প্যালেস্টিনীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ঠ যোদ্ধা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ইসলামিক সংগঠন হিজবুল্লার অন্য ছয় শীর্ষ নেতাকেও অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। সিরিয়ার দামাস্কাসে ইজরায়েল বিমানবাহিনীর হানায় ইরানের দূতাবাস

পাঁচের পাতায় দেখুন

● **জার্মানিতে অনুষ্ঠিত বিপ্লবী দল ও সংগঠনসমূহের পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই (সি)**

তিনের পাতায়

উৎসবে রোশনাই হয়তো থাকবে, কিন্তু প্রাণের ছোঁয়া?

শারদোৎসবের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে প্রশ্নটাকে প্রায় কেউই এড়াতে পারছেন না, তা হল, এ বারও উৎসব কি একই রকম ভাবে পালিত হবে? উত্তরটা আসলে এই প্রশ্নটার মধ্যেই মিশে রয়েছে। যদি একই রকম ভাবে তা আমরা পালন করতে পারতাম তবে এই প্রশ্নটা মনের মধ্যে এমন করে খচখচ করত না। জুনিয়র ডাক্তারদের অদম্য মনোবলে আন্দোলন প্রায় দু-মাস ধরে চলছে। সাধারণ মানুষ বহু অসুবিধা মেনে নিয়েও আন্দোলনে রয়েছেন। আপাত অনমনীয় রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছে কিছুটা নমনীয় হতে। আন্দোলনের অনেকগুলি দাবিই মেনে নিয়েছে। সেগুলি যাতে ঠিক মতো কার্যকর হয়, সে জন্য ডাক্তাররা হাসপাতালের কাজে যোগ দিয়েও আন্দোলন জারি রেখেছেন। কিন্তু এখনও মূল দাবি পূরণ হয়নি। নিহত ছাত্রীর খুনিরা সবাই ধরা পড়েনি— তাদের গ্রেফতার ও শাস্তি এখনও বাকি। সবারই প্রতীক্ষা— কত দ্রুত দোষীরা ধরা পড়বে, কবে তাদের শাস্তি হবে। জুনিয়র ডাক্তাররা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আন্দোলনের চাপ বজায় না রাখলে অন্যায়ের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই ব্যবস্থায় ন্যায়ের দাবি আদায় হবে না। সাগর দত্ত হাসপাতালে ডাক্তারদের উপর সাম্প্রতিক হামলায় স্পষ্ট— নিরাপত্তা ও চিকিৎসা

দুয়ের পাতায় দেখুন

বন্যাদুর্গতদের পাশে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা

হাওড়া জেলার প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চল ভাটোরায় মেডিকেল ক্যাম্প। ২৫ সেপ্টেম্বর

● *সংবাদ পাঁচের পাতায়*

বিজেপি সরকারের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী কৃষি-নীতি প্রতিরোধের ডাক

২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল কৃষক মহাসমাবেশ। এ আই কে কে এম এস-এর ডাকে দেশের ২১টি রাজ্য থেকে হাজার হাজার কৃষক ও খেতমজুর সমবেত হয়েছিলেন এই মহাসমাবেশে। তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন একটা দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে, দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের শহিদদের অপূরিত কাজ পূর্ণ করার তাগিদ বুকে বহন করে। তাই তাঁদের কণ্ঠে ছিল—'আমরা লড়ব, আমরা জিতব'— এই স্লোগান।

তালকাটোরা কৃষক আন্দোলনের মঞ্চ থেকে তাই সে দিন (২৩ সেপ্টেম্বর) ঘোষণা করা হয়েছে কৃষক আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান। ঘোষণা করা হয়েছে— ১৭ নভেম্বর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রাইয়ের প্রয়াণ দিবসে দেশব্যাপী জেলা স্তরে কিসান-খেতমজুর বিক্ষোভ সমাবেশ করা হবে। ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যে রাজ্যে হাজার হাজার কৃষকের রাজভবন অভিযান সংগঠিত হবে।

আবেদন জানানো হয়েছে, এখন থেকে

দিল্লিতে কৃষক মহাসমাবেশ

দেশব্যাপী কৃষক কর্মী ও সংগঠকদের কাজ হবে গ্রামে গ্রামে কৃষক কমিটি গড়ে তোলা, প্রতিষ্ঠিত কৃষক কমিটিগুলোকে আরও সজীব ও প্রাণবন্ত করা, আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা, স্থানীয় দাবিগুলো নিয়ে বিক্ষোভ সংগঠিত করা, মহান নেতা শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ও চিন্তাকে বৃহত্তর কৃষক সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

একটা বিষয় গুরুত্ব সহকারে কৃষক মহাসমাবেশে আলোচিত হয়েছে। তা হল, মহান নেতা শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে কৃষক সংগ্রাম গড়ে তুলতে না পারলে সাধারণ মানুষের মুক্তি নেই। ভারতের বুকে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন, এ দেশে কৃষক জীবনের সমস্ত

দুয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে কৃষক মহাসমাবেশ। ২৩ সেপ্টেম্বর

পুজো কমিটিকে সরকারি অনুদান না দিয়ে বন্যায় ত্রাণ দেওয়ার দাবি

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্য সম্পাদকের

এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য রাজ্যের দুর্গাপুজা কমিটিগুলিকে প্রদত্ত অনুদান পুনর্বিবেচনা করার জন্য ২৬ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীকে নিম্নলিখিত চিঠি দেন।

রাজ্যের সার্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটিগুলিকে এ বছর আপনার সরকার ৮৫,০০০ টাকা করে অনুদান দিয়েছে। আপনি জানেন, ডিভিসি-র বাঁধগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং রাজ্যের নদীগুলির ড্রেজিং ও বাঁধগুলির উপযুক্ত সংস্কার হয়নি, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'-ও সম্পূর্ণ হয়নি। তার জন্য ডিভিসি-র অপরিকল্পিত জল ছাড়ার ফলে এ বছর বেশ কয়েকটি জেলায় ভয়াবহ বন্যা হয়েছে, প্রাণহানি ঘটেছে, ঘরবাড়ি ও চাষের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি, সার্বজনীন

ছয়ের পাতায় দেখুন

কৃষক মহাসমাবেশ

একের পাতার পর

সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসন-শোষণের চাপেই কৃষক ক্রমাগত জমিহারা হয়ে খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে, দেনার দায়ে আত্মহত্যার পথ নিতে বাধ্য হচ্ছে। তাই, এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোকে সবলে উচ্ছেদ করতে না পারলে কৃষক-খেতমজুরদের মুক্তি নেই। আর তাই কৃষক-খেতমজুরদের এই সংগ্রামের উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের এই অমূল্য শিক্ষাকে কৃষকরা এখন সমগ্র জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছেন। তাঁরা অনুভব করতে পারছেন, সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁদের সামনে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি। তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি এমএসপি-কে আইনসঙ্গত করা ও উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দরে তা কিনে নেওয়া। সরকার তা মেনে নিচ্ছে না আদানি-আম্বানিদের স্বার্থে। কারণ এতে ওদের মুনাফার পাহাড়ে টান পড়বে। সরকার সার-বীজ-তেল ইত্যাদি সস্তা দরে সরবরাহ করার দাবিতে কান দিচ্ছে না, বহুজাতিক কোম্পানির সেবাদাসত্ব করার প্রয়োজনে। সরকার বিদ্যুৎ বিল ২০২৩ নিয়ে এসেছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। সব ক্ষেত্রেই কৃষকের সাধারণ শত্রু বহুজাতিক কোম্পানি। তাই এই শত্রু ও তার সেবাদাস বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তোলার জন্য বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, উত্তবপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার কৃষকরা সমবেত হয়েছিলেন এই কৃষক মহাসমাবেশে। কর্ণাটক থেকে এসেছিলেন নারকেল চাষিরা, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে দুগ্ধ উৎপাদনকারীরা, উত্তরপ্রদেশ থেকে আখ চাষিরা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাট চাষি, ধান চাষি, চা চাষিরা, হরিয়ানা থেকে গম চাষিরা। উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ ও দিল্লির গ্রামাঞ্চল থেকে সরকার যে সব চাষিকে উচ্ছেদ করে তাঁদের জমি ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে, সদলবলে এসেছিলেন তাঁরাও। এসেছিলেন অসংখ্য খেতমজুর— যাঁদের সারা বছর কাজ ও ন্যায্য মজুরি দেওয়ার দায়িত্ব অস্বীকার করছে কেন্দ্রীয় সরকার। ঋণভারে জর্জরিত হয়ে যাঁরা আত্মহত্যার বেদনাদায়ক পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, এসেছিলেন সেই সব পরিবারের প্রতিনিধিরাও। এই কিসান মহাসমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের নেতারা— যাঁরা যোগ্যতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে এই আন্দোলনকে বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর বন্যা ও নদী ভাঙনে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যান। এই মহাসমাবেশে নদী ভাঙন প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া মানুষদের পুনর্বাসনের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। দাবি করা হয়, আসামের দুর্গত মানুষদের এই ভয়াবহ সমস্যাকে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখতে হবে এবং তার প্রতিকারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একটা বিষয় বিভিন্ন বক্তাদের আলোচনায় বারবার উঠে এসেছে। তা হল, কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। শুধু তাই নয়, এমএসপি চালু না করার পিছনে তারা অর্থের অভাবের বিষয়টা বারবার উল্লেখ করেছে। মহাসমাবেশের মঞ্চ থেকে এই কথাটা জোরের সাথে তুলে ধরা হয়েছে— ২৩টি কৃষিপণ্য এমএসপি দরে কিনে নেওয়া এবং তাকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সাধারণ মানুষের কাছে কম দামে পৌঁছে দিতে গেলে বছরে মাত্র কম-বেশি ২ লক্ষ কোটি টাকা সরকারকে অতিরিক্ত খরচ করতে হবে। দেশের ১৩০ কোটি মানুষের জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা কি খুব কঠিন? সরকার গত দশ বছরে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ১৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করেছে, এর সাথে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তো দিয়েছেই। তা হলে ১৩০ কোটি মানুষের জন্য প্রতি বছর এই সামান্য টাকা বরাদ্দ করা হবে না কেন? মনে রাখতে হবে, কৃষকের কাছ থেকে লাভজনক দামে শস্য কিনে কম দামে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দাবি কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রথম তুলেছিলেন ১৯৫০ সালে, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলনের সময়। বলেছিলেন, মানুষকে খাওয়ানো ও কৃষক-খেতমজুরদের রক্ষা করা যে কোনও সভ্য সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব।

বিগত কংগ্রেস সরকার সেই দায়িত্ব পালন করেনি, বর্তমান বিজেপি সরকারও সেই দায়িত্ব পালন করতে চাইছে না। শুধু তাই নয়। তাঁরা সংগ্রহ মূল্য সামান্য কয়েক টাকা বাড়িয়ে তাকেই এমএসপি চালুর দাবি করে জনগণকে প্রতারিত করছে। এই মিথ্যাচারের জবাব দিতে এবার কৃষকরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মহাসমাবেশে কৃষকরা এ বার শপথ নিয়েছেন, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে পাথেয় করে তাঁরা দেশব্যাপী সুদৃঢ় কৃষক সংগ্রাম গড়ে তুলবেন। আগামী দিনের ঘোষিত কর্মসূচি এই সংগ্রামের সূচনা মাত্র।

প্রাণের ছোঁয়া ?

একের পাতার পর

পরিকাঠামোর বিষয়ে অনেক দাবি আদায় বাকি। মানুষ তাই উৎসবের আবহাওয়াতেও ডাক্তারদের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন।

এই যে সমাজের নানা স্তরের মানুষ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে বারবার রাস্তায় নামছেন, তা কি শুধুই আর জি করের নিহত চিকিৎসকের বিচার পাওয়ার দাবিতে? অবশ্যই এটাই প্রধান। কিন্তু তার মধ্যেও কোথাও মিশে রয়েছে তার নিজের প্রতি ঘটে যাওয়া অসংখ্য অন্যায়ের বিচার চাওয়াও— সে অন্যায় ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, পেশাগত বা সামাজিক— যেমনই হোক। তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই অন্যায়ের প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালের পরতে পরতে দুর্নীতির বাসা। তা যেমন জাল ওষুধ সরবরাহে, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি কেনায়, মৃতদেহ এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাচারে, তেমনই টাকার বিনিময়ে ডাক্তারি শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র পাইয়ে দেওয়া, নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, আবার অধ্যাপকদের বদলির ক্ষেত্রেও। তাই এমনকি জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতিতে যাঁদের উপর চাপ বেড়েছে সবচেয়ে বেশি সেই সিনিয়র ডাক্তার, অধ্যাপকরা— তাঁরাও আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, পা মিলিয়ে দিয়েছেন ছাত্রদের সঙ্গে একসাথে।

আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় যোগ দিয়েছেন যাঁরা, সেই মহিলারা মৃতার প্রতি আত্মীয়তা অনুভব করেছেন সবচেয়ে বেশি। তা এই কারণেও যে তাঁদের একটি বড় অংশ হয় ব্যক্তিগত ভাবে, না হয় তাঁদের কোনও না কোনও আত্মীয়, পরিচিত— রাস্তায়, বাসে-ট্রেনে, কর্মক্ষেত্রে, এমনকি বাড়িতেও অমর্যাদার, যৌন হেনস্থার শিকার হয়ে চলেছেন। অবস্থা আজ এমনই যে, মনে হয় সমাজ বোধহয় নারীর এই অমর্যাদাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তাতে তো অমর্যাদার শিকার নারীটির অন্তরে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা অসম্মানের জ্বালা জুড়োয় না! তাই আজ যখন বৃহত্তর সমাজ থেকে এক নারীর চরম অমর্যাদার বিচার চেয়ে ডাক এসেছে, তখন নারী হিসাবে সবার আগে সাড়া দিয়েছেন তাঁরাই।

যে শিক্ষক বিচার চেয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তাঁরও যেমন কিছু পেশাগত অসন্তোষ আছে, তেমনই আছে আরও বৃহত্তর যোগ। চোখের সামনে নিরুপায় ভাবে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটির ভেঙে পড়া দেখতে দেখতে কখন যেন তাঁর মধ্যেও জমে উঠেছে ক্ষোভের বারুদ, জন্ম দিয়েছে দ্রোহের। এর প্রতিকারের দাবিই তাঁকে ঠেলে এনে যুক্ত করে দিয়েছে এই আন্দোলনে। এক নির্যাতিতার মৃত্যুর বিচারের দাবি তাই পরিণত হয়েছে এক বৃহত্তর লড়াইয়ে।

যে শিক্ষিত যুবকটি পিঠে খাবার কিংবা পণ্য সরবরাহের বিশালাকায় ব্যাগটি পিঠ থেকে নামিয়ে রেখে হাঁটছেন মিছিলে, তাঁর বুকের মধ্যে ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে বঞ্চনার আরও অনেক ভারি বোঝা। সে বোঝা নামানোর কোনও জায়গা তিনি খুঁজে পাননি এই বিরাট সমাজের কোথাও। এই আন্দোলনের মধ্যেই সে যুবক খোঁজ পেয়েছেন তাঁরই মতো আরও এমন অনেক বঞ্চিতের। বঞ্চনাই মিলিয়ে দিয়েছে তাঁকে এক বৃহৎ সংগ্রামে।

সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দা বিজ্ঞানী, আইনজীবী সহ নানা পেশাজীবী থেকে সমাজের নিচু তলার অসংখ্য শোষিত, নিপীড়িত মানুষ এই আন্দোলনে এসেছেন তাঁদের উপর প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকা অন্যায়ের প্রতিকার খুঁজতে।

মুখ্যমন্ত্রী যতই আন্দোলন ভুলে উৎসবে যোগ দিতে বলুন, বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকা এই অতৃপ্তি যেমন সমাজের সব স্তরের মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তেমনই তাঁরা ভুলতে পারছেন না নির্যাতিতার মুখ, সন্তানহারা বাবা-মায়ের বুকের ভিতরে অবিরল রক্তক্ষরণের কথা। সবার উপর ঘটা সব অন্যায়ের প্রতিকারের দাবি আজ এসে মিলেছে এক জায়গায়। তাই তাঁরা আজ 'অভয়া'র আত্মীয়ে পরিণত হয়েছেন। আর আত্মীয়ের মৃত্যুতে কি উৎসব পালন করা যায়! উৎসব হয়তো হবে। কিন্তু তাতে বিচার চাওয়া এত মানুষের প্রাণের ছোঁয়া থাকবে না। একই সাথে মানুষের মনে ভেসে উঠছে রাজ্যের লাখ লাখ বন্যাকবলিত মানুষের মুখ, ত্রাণের জন্য হাহাকার যাঁদের চোখ থেকে শরতের সৌন্দর্য কেড়ে নিয়েছে। উৎসবের রোশনাই আনন্দের বদলে যন্ত্রণাই দেবে এই মানুষগুলিকে। তাঁদের সহনাগরিক হিসাবে অন্যদেরও কি তা-ই দেবে না?

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় এস ইউ সি আই (সি)-র কাঁচরাপাড়া লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড কমল কুমার দে কল্যাণীর জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে বেশ কিছু দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৮ সেপ্টেম্বর সকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

কমরেড কমল কুমার দে দারিদ্রের কারণে বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি। হাজারো কষ্টের মধ্যেও গরিব মানুষের প্রতি গভীর দরদবোধ ও ভালবাসা থেকে প্রথম জীবনে নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন, কিছুদিনের মধ্যেই এই ধারার প্রতি আস্থা হারান। আশির দশকের গোড়ার দিকে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের এসইউসিআই(সি) কর্মী কমরেড কমল কুমার সোমের পৈতৃক বাড়ি ছিল হালিশহরে, সেখানে যতায়াতের সূত্রে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনা সম্বলিত কয়েকটি বই পড়ার সুযোগ পান তিনি। এরপরই তিনি দলের সাথে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং হালিশহরে সংগঠন গড়ে তোলার সংগ্রামে সামিল হন। হালিশহরে দলের গোড়াপত্তনকারী হিসাবে তিনি অগ্রগণ্য। সংগঠন গড়ে তুলতে গিয়ে তৎকালীন শাসকদল সিপিএমের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, তবুও একা এগিয়ে গেছেন। সাথে সাথে পরবর্তী প্রজন্ম যাতে দলের পতাকা তুলে ধরতে পারে তার পথ প্রশস্ত করেছেন।

কমরেড কমল কুমার দে একসময় ব্যাঙ্কের অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবে কাজ শুরু করলেও সেই চাকরি চলে যাওয়ায় সংসার প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন কারখানার গেটে জামা-কাপড় বিক্রি করতেন। এমনকি এ কাজের জন্য তাঁকে রাজ্যের বাইরেও যেতে হত। এত টানাপোড়েনের মধ্যেও তিনি অবিচল থেকে দলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে গেছেন। শেষ দিকে পার্টির সমস্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ মিটিং, মিছিল, গণদাবী বিক্রিতে থাকার চেষ্টা করতেন। গণদাবী খুঁটিয়ে পড়তেন, তা পেতে দেরি হলে অভিযোগ করতেন। তাঁর স্ত্রী বর্তমানে এআইএমএসএস-এর একজন কর্মী এবং তাঁর একমাত্র পুত্র দলের সমর্থক।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের স্থানীয় কর্মী-সমর্থক সহ এলাকার বহু মানুষ ছুটে আসেন। কমরেড কমল কুমার দে-র মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রদীপ চৌধুরী ও কাঁচরাপাড়া লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড বিকাশ দাস। উপস্থিত কমরেডরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

কমরেড কমল কুমার দে-র প্রয়াণে দল হারাল একজন আদর্শবাদী কর্মীকে।

কমরেড কমল কুমার দে লাল সেলাম

বিপ্লবী দল ও সংগঠনসমূহের পঞ্চম
আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল জার্মানিতে

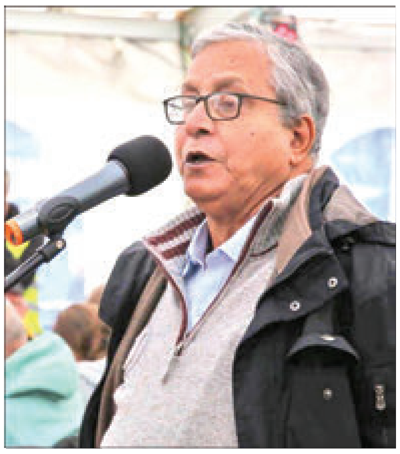

বক্তব্য রাখছেন কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী

জার্মানিতে থুরিঙ্গিয়া জেলার টাকেনথালে ‘আইকর’ (আইসিওআর)-এর পঞ্চম সম্মেলন ও তাদের আয়োজিত লেনিন সেমিনারে যোগ দিতে সম্প্রতি জার্মানি গিয়েছিলেন এস ইউ সি আই (সি) পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। সেখানকার অভিজ্ঞতা গণদাবীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে উঠে এসেছে। সেই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হল।

প্রশ্ন ঃ ‘আইকর’ সংগঠনটি সম্পর্কে একটু বলুন। কী উদ্দেশ্যে এটি গড়ে উঠেছে?

● ‘আইকর’ হল একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। এর পুরো নাম ‘ইন্টারন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন অফ রেভলিউশনারি পার্টিজ অ্যান্ড অর্গানাইজেশনস’। বাংলায় বললে ‘বিশ্বের বিপ্লবী দল ও সংগঠন সমূহের সমন্বয়ক মঞ্চ’। এই সংগঠনটির আধার বা মেরুদণ্ড হিসেবে রয়েছে মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট পার্টি অফ ডয়েশল্যান্ড (ডয়েশল্যান্ড মানে জার্মানি), সংক্ষেপে এমএলপিডি। এমএলপিডি-র উদ্যোগ এবং আয়োজনেই এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে ২০১০ সাল নাগাদ। আইকর-এর উদ্দেশ্য হল বিশ্বের দেশে দেশে যে সব কমিউনিস্ট পার্টি ও গণসংগঠন বিপ্লবের কথা বলে, সেই লক্ষ্যে কাজ করে, তাদের সবাইকে একত্রিত করা। এর মধ্য দিয়ে ওদের উদ্দেশ্য হল একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মঞ্চ গড়ে তোলা— যেমন এক সময়ে কমিনটার্ন ছিল, পরে কমিনফর্ম ছিল।

এ বার কি এমন কমিউনিস্ট মঞ্চ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা গেল?

● না। এ বার আইকর নিজেই বলেছে যে, এই ধরনের মঞ্চ গড়ে তুলতে গেলে যারা তার সদস্য হবে তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতৈক্য দরকার, যেটা আমাদের এখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিচ্ছিন্ন নানা সংগঠন ও পার্টিকে নিয়ে আইকরের কাজ চলছে। সংগঠনের যে সব নিয়ম-নীতি আছে, সেগুলির সঙ্গে সহমত হলে এর সদস্য হওয়া যায়। গত বছর দলের পক্ষ থেকে আমরা এমএলপিডি-র ডাকা সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদবিরোধী আরেকটি সংগঠনের কংগ্রেসে যাই। সেখানে গিয়েই পার্টিগত ভাবে আমরা এই আইকর-এর সন্ধান পাই এবং তার সদস্য হই।

সম্মেলনে যে সব পার্টি বা গ্রুপ এসেছিল, তাদের মধ্যে ন্যূনতম মিল কোন জায়গায়? আলোচনার বিষয় কী কী ছিল?

● এই সব পার্টি ও গ্রুপগুলির সকলেই সমাজতন্ত্রের সমর্থক এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে। এটাই ন্যূনতম মিল তাদের মধ্যে।

আইকর তাদের পঞ্চম সম্মেলন উপলক্ষে আগে থেকেই আলোচনার কয়েকটি বিষয় ঠিক করে দিয়েছিল। সদস্যদের প্রত্যেককেই প্রথমে নিজের নিজের দেশ সম্পর্কে একটা রিপোর্ট রাখতে হয়— অর্থাৎ দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কী এবং তাতে তার দলের ভূমিকা কী। দ্বিতীয়ত, প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলি হানাদারি নিয়ে বক্তব্য রাখতে বলা হয়। ৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে চার দিনের সম্মেলনের শেষে আরও চার দিনের ‘লেনিন সেমিনার’ আয়োজিত হয়েছিল মহান লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে। সেখানে লেনিনের বিভিন্ন শিক্ষা নিয়ে বক্তব্য রাখতে বলা হয় পার্টি ও গ্রুপগুলির প্রতিনিধিদের।

এসইউসিআই(সি) ছাড়া ভারতের আর কোনও দল বা সংগঠন সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল?

● এ দেশ থেকে একটি নকশালপন্থী দল বা গ্রুপ গিয়েছিল। তার নাম সিপিআইএমএল-মাসলাইন। এদের পক্ষ থেকে দুজন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন। এছাড়া ভারত থেকে আর কাউকে আমি দেখিনি।

সম্মেলনে আপনার বক্তব্য সম্পর্কে বলুন।

● প্রথমেই দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমি বলেছি যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচন দিয়েই তা শুরু করা উচিত। বলেছি, এ বারের লোকসভা নির্বাচনে ভারতে দুটো বুর্জোয়া ব্লক গড়ে উঠেছিল। একটা বিজেপির নেতৃত্বে ‘এনডিএ’, আরেকটা কংগ্রেসের নেতৃত্বে ‘ইন্ডিয়া’। সিপিআই, সিপিএম-এর মতো ভারতে যে সমস্ত তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি আছে, তারা ইন্ডিয়া ব্লকে যোগ দিয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধতা করার নামে। আমরা বলেছি, দুটো জোটই পুঁজিপতি শ্রেণির জোট। ফলে একটার সঙ্গে আরেকটার কোনও মৌলিক তফাৎ নেই। ফলে আমরা এই দুইয়ের কোনওটিতেই যোগ না দিয়ে নিজস্ব লাইনের ভিত্তিতে নির্বাচনে লড়েছি। আমরা বলেছিলাম যে, আমরা লড়ব সর্বহারা লাইনের ভিত্তিতে। এই নীতি নিয়ে চলে আমরা দেশের মোট ৫৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৫১টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। সর্বত্রই আমরা দলের পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন ও বিপ্লবের যে লাইন, তাকেই জনগণের কাছে নিয়ে গেছি এবং এই সমস্ত দলগুলোর পুঁজিবাদের সেবাদাস চরিত্র উদঘাটিত করেছি। সঙ্গে সঙ্গে বলেছি যে বর্তমানে আমরা গণআন্দোলনের স্তরে আছি। ফলে মানুষের নানা সমস্যা নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলাই এখন কর্তব্য।

যুক্ত আন্দোলনের কথা আমরা বলি। সবসময়েই আমরা যুক্ত আন্দোলনের পক্ষে। কিন্তু যুক্ত আন্দোলন হবে কার সঙ্গে? যারা আন্দোলন করে তাদের সঙ্গে তো! ঘরে বসে যারা শুধু বিবৃতি দেয়, তাদের দিয়ে তো আন্দোলন হবে না! তা হলে কারা আন্দোলনের রাস্তায় আছে এটা দেখতে হবে, এবং আমরা তাদের সাথে ঐক্য করতে রাজি। এর ভিত্তিতেই আমরা লড়েছি এবং জনসাধারণের সাড়া পেয়েছি। মানুষ আমাদের সমর্থন করেছে।

আপনি যে আলোচনা করলেন, তার কোনও বিরোধিতা হয়নি?

● প্রথম কথা, এটা করার রেওয়াজ ওখানে নেই। ওখানে যে যার মত প্রকাশ করবে। আমি তো ওখানে কোনও দলের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। ওখানে যারা এসেছে— যেমন তুরস্ক থেকে এসেছে পাঁচ-ছ’টা গ্রুপ— প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে বক্তব্য আছে। কিন্তু সেটা আলোচনা করার জায়গা ওটা নয়। আইকরের নিয়মাবলিতেই বলা আছে, পার্টি বা গ্রুপগুলির মধ্যে মতবিরোধ থাকতেই পারে, কিন্তু সে সব নিয়ে এখানে আলোচনা হবে না, বা এই মতবিরোধ আইকরের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা হবে না।

বিশ্বে ফ্যাসিবাদের মাথাচাড়া দেওয়া প্রসঙ্গে আমি বললাম, ১৯৪৮ সালে আমাদের পার্টি প্রতিষ্ঠার সময়েই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির সামরিক শক্তির পরাজয় ঘটেছে, কিন্তু ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটেনি। ফ্যাসিবাদ বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে সেগুলির অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণিই পুঁজিবাদের বর্তমান প্রবল সংকটের সময় সকল দেশেই ফ্যাসিবাদের রাস্তা নিচ্ছে।

আইকর-এর সম্মেলন থেকে কী উঠে এল? নির্দিষ্ট কোনও কর্মসূচি হয়েছে কি আগামীর জন্য?

● অনেক সিদ্ধান্ত হয়েছে। বহু প্রস্তাব পাশ হয়েছে। কলকাতার আর জি কর আন্দোলনের সমর্থনেও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। আর একটা বিষয় এসেছে। জার্মানিতে সদ্য যে নির্বাচন হয়ে গেল, সেখানে এমএলপিডি লড়াই করেছে। সেই নির্বাচনে, ওদের মতে একটা ফ্যাসিস্টপার্টি এএফডি (অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি) ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছে, যেটা ওদের পক্ষে খুব উদ্বেগের।

জার্মানিতে আইকর-এর সম্মেলনে প্রতিনিধিদের একাংশ

জার্মানিতে এই যে দক্ষিণপন্থী দল ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছে আপনি বললেন, এটা কেন হল এই সম্পর্কে কিছু তাঁরা বলেছেন?

● আলাদা করে বলেননি। তবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ জনগণের মধ্যে দক্ষিণপন্থার প্রভাব আছে। এটা লক্ষণীয়। তাঁরা এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা কত বাড়ছে সেটা ব্যাখ্যা করেছেন।

এশীয় অঞ্চলের আগামী কর্মসূচি নিয়ে কি কোনও কথা হয়েছে?

● না। আইকরের প্রতিটি মহাদেশ অনুযায়ী আলাদা আলাদা বডি আছে। এশিয়ার মধ্যে এখনও পর্যন্ত যাদের আমরা ওখানে পেয়েছি— আমরা ছাড়া মাসলাইন ছিল, বাংলাদেশ থেকে বাসদ আছে এবং নেপাল থেকে দুটি পার্টি আছে। আশার কথা, বাংলাদেশ থেকে বাসদ (মার্ক্সবাদী) দলটিও এ বার আইকরের সদস্য হয়েছে।

আর শ্রীলঙ্কাও তো ছিল ওখানে?

● শ্রীলঙ্কা ছিল, কিন্তু ওখানকার কোনও অফিসিয়াল প্রতিনিধিত্ব ছিল না। যিনি ছিলেন, তিনি ব্রিটেনে থাকেন। শ্রীলঙ্কার পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে অবজারভার হয়ে তিনি ওখানে ছিলেন, ডেলিগেট হিসেবে নয়।

গোটা বিশ্বেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আজ খুব দুর্বল। এ ব্যাপারে কি এমএলপিডির লোকজন বা আইকরে যারা ছিলেন তাঁদের কোনও বক্তব্য আছে?

● সেই দুর্বলতা কাটানোর জন্যই তো এত আয়োজন। এই দুর্বলতার প্রধান কারণ, বিশ্বে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব নেই। ওরা আইকরের মতো ফোরাম বা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলে তার মধ্য দিয়ে বিশ্বের কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছে এই লাইনটাকে আনার জন্য। এ সম্পর্কে এমএলপিডি-র বক্তব্য এবং লাইনের সঙ্গে আমাদের পার্টির বহু বক্তব্যই মিলে যায় এবং আপনারা জানেন, গত মার্চে দু’দিনের জন্য এমএলপিডি-র সর্বোচ্চ নেত্রী সহ এক প্রতিনিধিদল কলকাতায় এসেছিলেন। আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসে তাঁরা দু’দিন ধরে বৈঠক করেছেন। শেষ দিনে তাঁরা দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের সঙ্গে কথা বলেন। সেই বৈঠকে পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড সৌমেন বসু, কমরেড অশোক সামন্ত ও আমি ছিলাম। আলোচনায় দেখা গেছে, বহু প্রশ্নেই আমরা একমত। কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী

চারের পাতায় দেখুন

জার্মানিতে পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলন

তিনের পাতার পর

করা, বিশ্বে একটা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব আন্তর্জাতিকভাবে দাঁড় করানো, এটাই এই সম্মেলনের লক্ষ্য।

সোভিয়েতের পতন নিয়ে এদের কোনও মতামত আছে?

● অবশ্যই আছে। বুকলেট আছে, আলোচনা ও লিখিত বক্তব্য আছে। কিছু বইপত্র আমি এনেছি।

প্যালেস্টাইন-ইজরায়েল যুদ্ধ নিয়ে কোনও নিন্দা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে কি?

● এটা নিয়ে আমি একটু বলি। প্যালেস্টাইন নিয়ে একটি দিবস ওরা ঘোষণা করে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কনফারেন্সের পর ওই হলেই শুধু প্যালেস্টাইন নিয়ে একটি আলোচনার ব্যবস্থা হয়। তার আগে প্যালেস্টাইনের উপর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হওয়ার পর প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধিরা বলতে শুরু করেন এবং হামাসের প্রশ্নে এমএলপিডির সঙ্গে তাঁদের একটা বিরোধ দেখা দেয়। আগেও আমরা জেনেছি যে, প্যালেস্টাইনের হামাসের যে ইজরায়েলের ওপর হানা, সেটা এমএলপিডি ভালো চোখে দেখেনি। তারা মনে করছে, হামাস একটা মৌলবাদী শক্তি এবং তার বিরুদ্ধে একটা নিন্দা হওয়া দরকার। কিন্তু প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধিরা হামাসকে নিন্দা করার প্রস্তাব সমর্থন করেননি। বলেছেন, সবটাই প্যালেস্টাইনের প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্যে পড়ে। হামাসকে এখানে আলাদা করে নিন্দা করার জায়গা নেই। ফলে আলোচনা সেখানে কিছুটা থমকে যায়। আমাদের বক্তব্য ছিল, যে, হামাস মৌলবাদী শক্তি যদি হয়ও, এখন তার সমালোচনা করা ঠিক নয়। তার বিরুদ্ধে লড়াই হবে আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে, কিন্তু হামাসকে নিন্দা করে নয়। হামাস যদি মৌলবাদী ধ্যান-ধারণা আনতে চায়, তা হলে প্যালেস্টাইনের লড়াই চালাতে চালাতেই হামাস সম্পর্কে এই বিতর্ক, মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক আদর্শগত লড়াই হিসাবে থাকবেই।

আরেকটা জিনিসও বলে রাখা দরকার। আইকরের রেজোলিউশনে আছে, কোনও আদর্শগত বিষয়ে ভোটাভুটিতে সিদ্ধান্ত হবে না। এ ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিল দেখা যাচ্ছে। আদর্শগত মতবিরোধে ভোটাভুটিতে নয়, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। যদি সিদ্ধান্তে না পৌঁছনো যায়, না যাবে। কিন্তু ভোট দিয়ে হবে না। এটাই কমিউনিস্ট নীতি হওয়া উচিত এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাও তাই।

এমএলপিডির সঙ্গে যে আলোচনা হল তাতে আগামী দিনে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার কোনও সম্ভাবনার আভাস কি পাওয়া গেছে?

● অবশ্যই। এই যে আইকর সংগঠনটার আমরা সদস্য হলাম এবং সদস্য হয়ে থাকতে চাইছি, একে সমস্ত ভাবে সহযোগিতা করছি, আইকরের এশিয়া গ্রুপে আমরা আছি— সবটাই তো সেই লক্ষ্যে। সেই সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করা আমাদেরও লক্ষ্য। আমাদের সঙ্গে আমেরিকা, স্পেনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির যোগাযোগ হয়েছে। ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও কথাবার্তা চলছে।

জার্মানিতে আর কোন কোন দেশের কোন কোন গ্রুপ বা পার্টি বা ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা হল?

● আলাদা করে কোনও গ্রুপের সঙ্গে আমি আলোচনায় বসিনি। আমি ওই হাউসে থেকে কার কী মত বোঝার চেষ্টা করেছি। পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে কম জনই এসেছেন। যেমন বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা দেখলাম, রাশিয়া থেকে এসেছে দুটি গ্রুপ। রাশিয়া থেকে এক তরুণ এসেছেন, যিনি নিজেকে রাশিয়ান মাওয়িস্ট বলে পরিচয় দিচ্ছেন। আরেকজন এসেছেন আরসিডব্লিউপি (রাশিয়ান কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি) থেকে, যাদের বক্তব্য আমরা রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর গণদাবীতে ছেপেও ছিলাম। আরসিডব্লিউপি থেকে এই গ্রুপটা বেরিয়ে এসেছে। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, আরসিডব্লিউপি শুরুতে আক্রমণবিরোধী অবস্থান নিলেও পরে রাশিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে তাদের একটা অংশ চলে যায়। রুশ জাত্যাভিমান মাথাচাড়া দেয়। ফলে এঁরা তখন বেরিয়ে আসেন। চিনেরও একটি গ্রুপের সন্ধান পেয়েছি। তারা নিজেদের বলছে— মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট-মাওয়িস্ট। কমিউনিস্ট পার্টি অফ কেনিয়া এসেছিল। সদ্য গণদাবীতে কেনিয়ার গণআন্দোলন নিয়ে লেখা হয়েছে। কেনিয়া থেকে আসা ছেলেটির নাম বেনেডিক্ট ওয়াজিরা। আমি তার সঙ্গে আলাদা করে গিয়ে কথা বলি। সে আমার কাছে ভারত সম্পর্কে জানতে চায়।

একটা কথা এখানে বলে রাখি, ভারতবর্ষকে আমরা যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বলি, এটাই কিন্তু এমএলপিডির আমাদের প্রতি আকর্ষণের প্রধান কারণ। এমএলপিডিও মনে করে ভারত সাম্রাজ্যবাদী দেশ। এ ভাবে চিন্তা করে, এমন মানুষ কিন্তু ওখানে খুব বেশি পাইনি। এই বিষয়টা লেনিন সেমিনারে আমি আরেকটু ব্যাখ্যা করেছি।

আর কোনও দলের খোঁজ কি পাওয়া গেছে যাদের সঙ্গে আমাদের দলের দৃষ্টিভঙ্গিগত মিল আছে?

● এখানে বিভিন্ন গ্রুপের যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেছি। হয়তো কোনও একটা ভগ্নাংশে, কোনও একটা খণ্ডাংশে আমাদের সাথে মিল আছে। কিন্তু আজ বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলন তো ছন্নছাড়া, একদমই বিপর্যস্ত। এমএলপিডি-ই একমাত্র একটা সংগঠিত দল এবং তাদের সমস্ত বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্য আছে। নিজেদের দেশ, বিদেশ, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন, অতীত বর্তমান সবকিছু নিয়েই তাদের বিশ্লেষণ আছে, অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে এবং তারা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই বের করেছে। এই যেমন, যাঁরা আমাদের পুরোনো কর্মী তাঁরা জানেন, শিবদাস ঘোষ এশিয়া, আফ্রিকার নবজাগ্রত বুর্জোয়া দেশগুলি সম্পর্কে একটা বিশ্লেষণ রেখেছেন। এমএলপিডি বলছে, এদের মধ্যে অনেক দেশই এখন রিসার্জেন্ট ইম্পিরিয়ালিস্ট পাওয়ার। এই বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা অনেকাংশে একমত হলেও, বাকি অনেকে মানতে রাজি নয়।

এ বার লেনিন সেমিনার। সেখানকার অভিজ্ঞতা কিছু বলুন।

● লেনিন সেমিনারে আমি প্রথমেই বললাম যে, লেনিনের কাছ থেকে প্রথম নিতে হবে পার্টি গঠনের দিকটা। লেনিন নিজের দেশে তা করে দেখিয়েছেন এবং আমাদের পার্টিও সেই রীতিটা অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। কিছু মানুষ এক জায়গায় এল, বসে কিছু প্রস্তাব নিল— তার দ্বারা একটা কমিউনিস্ট পার্টি তৈরির কথা ঘোষণা করে দিল— এটা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের মার্ক্সীয় নীতি নয়। এর আগে জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে, এমনকি প্রেম-ভালবাসা ও যৌনতা সম্পর্কেও একটা ব্যাপক আদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে এবং এটা আমাদের নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ সুনির্দিষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন। আর একটা জিনিস উনি দেখিয়েছেন যে, লেনিন যখন বলছেন বিপ্লবের জন্য একটা সঠিক বিপ্লবী পার্টি, একটা সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব দরকার তখন বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে লেনিন শুধুমাত্র রণনীতি ও রণকৌশলগত নীতি (স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ট্যাক্টিক্স) বোঝাননি। এই বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে বোঝায় জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে সংগ্রাম। মার্ক্সবাদকে এখানে জীবনদর্শন হিসাবে নিতে হবে। সে জন্য আমাদের পার্টিতে তিন ধরনের সদস্যপদ আছে— অ্যাপ্লিক্যান্ট মেম্বার, মেম্বার এবং আরেকটা হচ্ছে পার্টির সঙ্গে আইডেন্টিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে প্রফেশনাল রেভলিউশনারির স্তর— স্টাফ মেম্বার।

দ্বিতীয়ত বলেছি, সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে। আমি দেখেছি, ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী বলাতে, এখানে ভারত থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা তো বটেই, অন্য জায়গা থেকেও যাঁরা এসেছেন তাঁরাও বিস্মিত হয়েছেন। কেন আমি বুঝতে পারছি না। লেনিন সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বলেছেন? লেনিন সাম্রাজ্যবাদ বলতে বলেছিলেন মনোপলি ক্যাপিটালিজম। তা হলে মনোপলি ক্যাপিটালিজম, একচেটিয়া পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে কি না— এটার উপরে নির্ভর করে দেশটা সাম্রাজ্যবাদী কি না। এই কথাটা আমি বলেছি, সবাই শুনেছে।

তৃতীয়ত, যুদ্ধ নিয়ে বলেছি। লেনিন সেমিনারে ওরা যে সমস্ত প্রস্তাব দিয়েছিল, তার মধ্যে সর্বত্রই ছিল 'ডেঞ্জার অফ ওয়ার্ল্ড-ওয়ার' বা বিশ্বযুদ্ধ বাধার আশঙ্কা, পারমাণবিক যুদ্ধ বাধার আশঙ্কা কী ভাবে বাড়ছে। আমি দেখালাম, লেনিন কোথাও বলেননি, 'ইম্পিরিয়ালিজম জেনারেটস ওয়ার্ল্ড-ওয়ার'। লেনিন বলেছেন, 'ইম্পিরিয়ালিজম জেনারেটস ওয়ার'— সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের জন্ম দেয়। সেই যুদ্ধ থেকে বিশ্বযুদ্ধ হতে পারে। তা ছাড়া, তোমরা পারমাণবিক যুদ্ধের কথা বারবার বলছ। আমি মনে করি এটা ঠিক নয়।

আজকের দিনে নিউক্লিয়ার ওয়ারের সম্ভাবনা কতটুকু এটাও বিচার করা উচিত। কারণ, এই যে রাশিয়া ইউক্রেনকে ধমকি দিল— সে তার বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করবে। করেছে কি? করেনি। কেন করেনি? কারণ রাশিয়া জানে, সে যদি সে সব প্রয়োগ করে তা হলে ইউক্রেনও করবে। নিজেই করবে অথবা ন্যাটোর মাধ্যমে করবে। ভারত পাকিস্তান পরস্পরের বিরুদ্ধে হুমকি দেয়। কিন্তু তারা কি কোনওদিন একে অপরের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছে? করবে না। কারণ তারা জানে একই অস্ত্র দু'জনেরই আছে। ফলে

এমএলপিডির উদ্যোগে প্রচার ও স্বাক্ষর সংগ্রহ

'নিউক্লিয়ার ওয়ার' 'নিউক্লিয়ার ওয়ার' বলে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করা আমাদের দিক থেকে ঠিক নয়। এটা করলে আমরা একটা শান্তিবাদী অ্যাপ্রোচে পড়ে যাব এবং তখন আমরা আপসে চলে যাব, হাত জোড় করে শান্তি চাইব। এ আমরা সমর্থন করতে পারি না। এটা বলার পরেই ইটালি থেকে একজন বয়স্ক কমরেড আমার কাছে আসেন। বলেন, তোমার বক্তব্য অন্যদের থেকে আলাদা। আমি তাঁর ঠিকানা নিলাম। পরে যোগাযোগ করব।

সম্মেলনে মোট কতগুলি দেশ থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন?

● ৩২টি দেশ থেকে।

সামগ্রিক ভাবে আপনার অনুভূতি কেমন, বলুন।

● সামগ্রিক ভাবে বলতে গেলে, আমাদের পার্টির গ্রহণযোগ্যতা এবং আমাদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ সকলের মধ্যেই বেড়েছে। একটা কথা এখানে বলতে চাই, আজ দেশে দেশে সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়েছে আমাদের কাছে। এ ক্ষেত্রে একটা জিনিস পরিষ্কার ভাবে আমি ওখানেও বলেছি, প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য লেনিনীয় নীতির ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রেখেছেন, পথ দেখিয়েছেন, সেটা গ্রহণ ও অনুসরণ করতে হবে। এ না হলে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়েও উঠবে না, কোনও পার্টি গড়ে উঠলেও তাকে রক্ষা করা যাবে না। এটাই ওখানে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমি কয়েকজনকে বলেছি।

সম্মেলন আর সেমিনার— দুটো কি একই জায়গায় হয়েছিল?

● হ্যাঁ। থুরিঙ্গিয়া জেলার টাকেনথালে।

মোট কতজন ছিলেন ওখানে?

● প্রায় ৭০০ জনের মতো ছিলেন। এমএলপিডির স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বয়স্কদের পাশাপাশি তরুণ-তরুণীরাও ভাল সংখ্যায় ছিলেন।

কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী বলেন, এবার জার্মানিতে তাঁর সাথী হিসাবে সঙ্গে ছিলেন কমরেড এমিল বাওয়ার। ১৭ তারিখ আউসবার্গে এমিলের বাসস্থান এলাকায় তাঁর উদ্যোগে একটি ঘরোয়া সভা হয়। সেখানেও তাঁকে ভারতবর্ষ নিয়ে বলতে হয়। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, এমএলপিডিও মাস কালেকশন করে এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাস্তায় জনগণের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ও তার মধ্যে দিয়ে যোগাযোগ বাড়ায়। আরও বলেন, জার্মানির অভিজ্ঞতায় আমি বুঝলাম, কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ ছাড়া আজকের দিনে দেশে দেশে সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব।

আগামী দুই সপ্তাহ গণদাবী প্রকাশিত হবে না।
পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ২৫ অক্টোবর, ২০২৪।

পরিবহণ কর্মীর স্বীকৃতির দাবি ই-রিক্সা চালকদের

সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৩ সেপ্টেম্বর নারায়ণগড়ের চাতুরিভাড়ায়। জেলার বিভিন্ন স্ট্যান্ডের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন পয়ড়্যা সভাপতি ও অজিত ভট্টাচার্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রাম ও জেলার এআইইউটিইউসি সংগঠক পূর্ণ চন্দ্র বেরা এবং দীনেশ মেইকাপ।

হুগলি ঃ ই-রিক্সা চালকদের অবিলম্বে স্ট্যান্ড নির্দিষ্ট করা, চালকদের পরিবহণ কর্মীর স্বীকৃতি সহ অন্যান্য দাবিতে হুগলির চণ্ডীতলা-১ ব্লকে ২৪ সেপ্টেম্বর সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিক্ষোভ ডেপুটেশনে সামিল হন শতাধিক চালক। চালকদের অভিযোগ, ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকশো টোটো চলাচল করলেও প্রশাসন কোনও স্ট্যান্ড নির্দিষ্ট করেনি, চালকদের পরিবহণ কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র হুগলি জেলা সম্পাদক তপন দাস ও ই-রিক্সা চালক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রাম।

সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সম্মেলন

২২ সেপ্টেম্বর সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পুজোয় বোনাস, বারো মাসের বেতন, অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা ভাতা, বেতন বৃদ্ধি, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, পুষ্টিকর খাবারের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পটির সামগ্রিক উন্নয়ন এবং আর জি কর কাণ্ডের ন্যায় বিচারের দাবিতে মেচেদা বাস স্ট্যান্ডে ক্ষুদিরাম মূর্তি এবং পরে বিদ্যাসাগর মূর্তিতে মাল্যদান করে বিদ্যাসাগর হলে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়।

জেলার বিভিন্ন ব্লকের মিড-ডে মিল কর্মীরা তাঁদের সীমাহীন বঞ্চনা, শোষণ, জুলুম, অবিচারের কথা আবেগের সঙ্গে তুলে ধরেন। স্কিম ওয়ার্কার ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার উপদেষ্টা অনুরূপা দাস, এ আই ইউ টি ইউ সি-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জ্ঞানানন্দ দাস এবং সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা মনোরমা হালদার বক্তব্য রাখেন। ৭০০ জনের বেশি মিড-ডে মিল প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে শান্তি রুইদাসকে সভাপতি এবং রাখি বেরা ও অঞ্জলি মান্নাকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৭০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

● শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি সহ কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে ২৩ সেপ্টেম্বর দেশ জুড়ে কালা দিবস পালিত হয়। উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি আয়োজিত সভায় (ছবি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড বলেন্দ্র কাটিয়ার বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রাণতোষ কুমার সাহু।

আমতায় বন্যাদুর্গতদের জন্য মেডিকেল ক্যাম্প

হাওড়া জেলায় আমতার প্রত্যন্ত এলাকায় ভাটোরা একটি দুর্গম দ্বীপাঞ্চল। বর্ষাতেই অগম্য এই অঞ্চল সম্প্রতি বন্যার কবলে পড়ায় এলাকার দরিদ্র বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন। ২৫ সেপ্টেম্বর মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের নেতৃত্বে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ২০ জনের একটি দল সেখানে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করেছিলেন। প্রায় ৪০০ রোগীকে চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থা যথেষ্ট অপ্রতুল। ফলে আগামী দিনে এখানে ও আশপাশের অঞ্চলে মেডিকেল ক্যাম্প করার পরিকল্পনার কথা উদ্যোক্তারা জানান।

বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত স্মরণে সভা

সিপিডিআরএস এবং লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে নবমহাকরণের অডিটোরিয়ামে ২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল নাগরিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত স্মরণে সভা। ৫ সেপ্টেম্বর উত্তরপাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন।

বিচারপতি মলয় সেনগুপ্তের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী, সভার সভাপতি এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা অধ্যাপক সুজাত ভদ্র, প্রয়াত বিচারপতি মলয় সেনগুপ্তের পুত্রবধূ মধুমিতা সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আনসার মণ্ডল, কলকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সচিব অমল মুখোপাধ্যায়, সিপিডিআরএস-এর কার্যকরী সভাপতি সৌম্য সেন প্রমুখ। বিভিন্ন জেলা থেকেও বহু আইনজীবী এবং মানবাধিকার কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সিপিডিআরএস-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ প্রয়াত বিচারপতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করেন এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেরিত শোকবার্তা পাঠ করেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বাপিন বৈদ্য। প্রয়াত বিচারপতির জীবনের নানা দিকে আলোকপাত করেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম, বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, আনসার মণ্ডল, মধুমিতা সেনগুপ্ত, অমল মুখোপাধ্যায়, সুব্রত কুমার সিনহা, সিপিডিআরএস-এর সম্পাদক রাজকুমার বসাক, লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের সহ-সম্পাদক আইনজীবী জায়েদ হোসেন প্রমুখ। উত্তর ২৪ পরগণার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ অনন্ত বর্ধন স্মরণসভার শেষে বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী এবং লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের কোষাধ্যক্ষ কার্তিক কুমার রায়।

বক্তারা প্রয়াত বিচারপতির সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন, নিয়মানুবর্তিতা, তাঁর চরিত্রের কোমলতা, নিজেকে জাহির করার প্রবণতাহীনতা ও বয়সের ভার উপেক্ষা করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবনের গুণাবলি যাতে আমরা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে তাঁর অপূরিত কাজ সমাপ্ত করি তার আবেদন করেন।

স্বাধীনতাকামী নেতাদের হত্যার নিন্দা

একের পাতার পর

ধ্বংস হয় এবং মহম্মদ রেজা জায়দি নামে ইরানের একজন পদস্থ আধিকারিক ও তাঁর সহযোগী মহম্মদ হাদি হাজরিয়াহিমিকে হত্যা করা হয়।

সমগ্র বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের বারবার আবেদন উপেক্ষা করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ মদতে ইজরায়েল দীর্ঘদিন ধরে প্যালেস্টাইনকে জাতিগতভাবে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সেখানে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন তাদের আক্রমণের নিশানা লেবানন ও সে দেশের রাজনৈতিক দল হিজবুল্লা। বর্তমানে ইজরায়েল মধ্যপ্রাচ্যের এই তেলসমৃদ্ধ এলাকায় যে সব দেশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির গুন্ডাবাজি ও দালালির বিরোধিতা করছে, তাদের খতম করার জন্য ব্যাপক সামরিক আক্রমণ চালাচ্ছে। অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যিনি রাশিয়া, ইউক্রেন সহ বিভিন্ন যুদ্ধরত দেশগুলির মাঝে শান্তির ঠিকাদার হওয়ার দাবি করেন, সেই ভারতও জাতিসংঘের সাধারণ সভায়, প্যালেস্টাইনে অবিলম্বে ইজরায়েলের দখলদারি বন্ধকরার দাবি জানিয়ে দু'বার প্রস্তাব এলে, দু-বারই ভোটদানে বিরত থাকে। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। তা ছাড়াও বর্তমানে ভারত ইজরায়েলকে অস্ত্র সাহায্যও করছে। প্যালেস্টাইনের মুক্তিকামী জনগণ ও তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক বিভিন্ন দেশের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েলের ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত, শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

হিন্দু মহাসভার কর্মকাণ্ডে ভারত-বাংলাদেশ উভয় দিকে মৌলবাদীরা উৎসাহ পাবে

বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারত-বাংলাদেশ টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ পণ্ড করতে হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নিপীড়নের অভিযোগে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, কোনও মতেই দুটি দেশের ক্রিকেট ম্যাচ তারা হতে দেবে না। ওই দিন তারা গোয়ালিয়র বনধের ডাক দিয়েছে। কিন্তু নিপীড়ন যদি ঘটেও এই কি তার প্রতিকারের উপায়? নাকি এর দ্বারা হিন্দু-মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়িক শক্তিকেই আরও উস্কানি দেওয়া হবে?

খেলা দুটি দেশের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে, দুটি দেশের মানুষের ঐক্যকে সংহত করতে সহায়ক হয়। কিন্তু যখন একটি দেশের মৌলবাদী সংগঠন আর একটি দেশের বিরুদ্ধে হুমকি ও শাসানির ক্ষেত্র হিসেবে ক্রীড়াক্ষেত্রকে ব্যবহার করে, তখন তা উভয় দেশের মানুষের পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় দুশ্চিন্তার বিষয়। খেলার আনন্দের বদলে আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে। বিশেষ করে যখন খবরে প্রকাশ হল, কানপুরে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে কে বা কারা বাংলাদেশের এক সমর্থককে বেধড়ক মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

কিন্তু কেন এই হানাহানি, শাসানি? আসলে ক্রিকেটকে ছাপিয়ে উঠেছে শাসক বিজেপির মদতপুষ্ট পঙ্কিল দুষ্ট রাজনীতি। সে জন্য হিন্দু মহাসভার বনধ ডাকার কথা জেনেও বিজেপি সরকার কড়া পদক্ষেপের কথা বলেনি, শুধু মৌখিক ভাবে পুলিশ বলেছে খেলা হবে। কিন্তু তাদের মৌখিক প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে হিন্দু মহাসভার মতো বিজেপির আশ্রয়পুষ্ট একটি চরম হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর হুমকির মোকাবিলা করা সম্ভব কি, না কি নির্ভয়ে খেলা সম্ভব?

আশ্চর্যের বিষয়, আন্তর্জাতিক মানের একটি ক্রিকেট ম্যাচ পণ্ড করতে নামা হিন্দু মহাসভার হুমকি নিয়ে কেন্দ্রের নেতা-মন্ত্রীরাও চুপ। অথচ তখনই দেখা যাচ্ছে আমেরিকায় নির্বিঘ্নে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সারছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা। বাংলাদেশে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ কর্পোরেট আদানি গোষ্ঠীর বিদ্যুৎ ব্যবসা করে লক্ষ কোটি টাকা মুনাফা লোটা দেখেও চুপ করে থাকেন এই হিন্দুত্ববাদীরা। সেই টাকা হিন্দুদের না মুসলিম ব্যক্তির পকেটের টাকা, তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন এরা আদতেই করেন না, করতে পারেন না। কারণ, তা নিয়ে তাদের আদৌ কোনও মাথাব্যথা নেই। আসলে আম্বানি-আদানিদের মদত ছাড়া বিজেপি-আরএসএস-হিন্দু মহাসভার অর্থভাণ্ডার পুষ্ট হবে কী ভাবে?

বাস্তবে বিজেপি এবং তার শাখা সংগঠনগুলির এই বিদ্বেষমূলক সাম্প্রদায়িক আচরণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুসলিম মৌলবাদীদের শক্তিবৃদ্ধিতেই সাহায্য করবে। আবার তার প্রতিক্রিয়ায় এ দেশে হিন্দু মহাসভা, আরএসএস গলা চড়াবে— এটাই এদের রাজনীতি। এর সাথে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই।

দুই দেশের মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গেলে দু'দেশেই গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে গলা তুলতে হবে। বাংলাদেশে যে মৌলবাদীরা বৈষম্যবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সুফলকে আত্মসাৎ করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে, তারা হিন্দু মহাসভার এই কাজে বল পাবে। তা থেকে সতর্ক থাকতে হবে গণতন্ত্রপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত মানুষকে।

দার্জিলিংয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন

২৯ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং শহরের জিডিএনএস হলে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আঞ্চলিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের বিভিন্ন অংশের বিশিষ্ট গ্রাহকরা আবেগের সাথে অংশগ্রহণ করেন। অর্ধ শতাধিক গ্রাহকের উপস্থিতিতে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের গ্রাহকস্বার্থ বিরোধী দিকগুলি তুলে ধরে ব্যাপক গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এ ছাড়াও বিশিষ্ট শিক্ষক সি কে শর্মা, ডি কে ব্যোমজান, গীতা ছেত্রী, বি এস গজমের, চন্দন বসাক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সকলেই স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে উদ্বেগের সঙ্গে আলোচনা রাখেন। কনভেনশন থেকে রাজেশ গুরুংকে সভাপতি, অনিল গুরুংকে সম্পাদক করে ২২ জনের অ্যাবেকার দার্জিলিং শহর অ্যাডহক কমিটি গঠিত হয়। আগামী দিনে বিদ্যুতের অফিস, জিটিএ (গোর্খা টেরিটোরিয়াল অথরিটি) এবং জেলাশাসক দপ্তরে গ্রাহক বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

একের পাতার পর

পুজা কমিটিগুলিকে দেয় অর্থ প্রত্যাহার করে তা বাঁধ সংস্কার ও বন্যাত্রাণে খরচ করা হোক। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১১ সালে এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যে সরকারি অনুদান ছাড়াই যথাযথ ভাবেই জনসাধারণের উদ্যোগে দুর্গাপুজা হত এবং এখনও সেই অনুযায়ী পুজা হতে কোনও অসুবিধা হবে না। আশা করি, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আপনি আমাদের দাবি বিবেচনা করবেন।

লাড্ডুর মহিমা !

লাড্ডু— আগে জানিতাম উহা ভক্ষণ করা হউক বা না হউক, পস্তাইতে হইবে। আবার পরীক্ষার খাতায় বা ভোটের বাক্সে উহার প্রাপ্তি ঘটিলে নিদারুণ বিপর্যয়ের বোঝা ঘাড়ে চাপিবে। কিন্তু সম্প্রতি দেখিলাম রাজনীতির অলিগলিতেও লাড্ডুর অবাধ প্রবেশ। ভারতের সর্বাপেক্ষা ধনী ধর্মস্থান হইল তিরুপতি তিরুমালা। ওই স্থানে একবার মাথা ঠেকাইতে পারিলে চোদ্দ পুরুষের পাপস্খালন। তবে এই মাথা ঠোকাঠুকি বা বিগ্রহের সহিত চোখাচোখির মূল্য চুকাইতে হয়। যে যেমন অঙ্কের পূজা নিবেদন করিবেন, তার তেমন ব্যবস্থা। সরু গলির মতো প্রবেশ স্থানের সমস্ত দিক এমনকি উপরিভাগ পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়া। ট্রেনের প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার কোচের ভাড়ায় যেমন তারতম্য, এই দেবস্থানেও তাই। যে যত নৈবেদ্য যোগাইবে, তার উপযোগী তারের বেড়ায় সে ঢুকিবে। আবার যাহারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি", তাহাদের লাইনে দাঁড়াইবার দরকার নাই। ভগবানের নৈতিক সেবক তাহাদের পিছনের দরজা দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। হিন্দু ধর্মের বর্ণাক্রমের অনুকরণ এখানেও প্রকট।

এরপর লাড্ডু! উহা ওই মন্দিরের পেটেন্ট করা প্রসাদ। তবে উহার জন্যও মূল্য ধরিয়া দিতে হয়। নানা মূল্যে নানা সাইজের লাড্ডু— আবার সেই মতো লাড্ডুর সংখ্যাও নির্ধারিত। এ হেন লাড্ডু হঠাৎ প্রাদেশিক রাজনীতিতে হুলস্থুল ফেলিয়া দিয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশে এখন বিজেপির সহযোগী চন্দ্রবাবু নাইডুর সরকার। ওনার পূর্বে ছিল জগন রেড্ডির সরকার। গদির এই ট্র্যাপিজ খেলায় স্বভাবতই উহাদের মধ্যে চাপান উতোর লাগিয়াই আছে। তিরুপতি দেবস্থানম অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের পরিচালনাধীন। হঠাৎ চন্দ্রবাবু আবিষ্কার করিলেন যে জগনের আমলে লাড্ডুর পবিত্রতা হরণ হইয়াছে। ঘি-এর বদলে পশুর চর্বি ব্যবহৃত হইয়াছে! হরি হরি! এই লাড্ডু সেবন করেন নাই এমন ভক্ত খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হইতে অমিত শাহ কে নাই! প্রসাদের ভেজালত্ব তাহাদের ধর্মপরায়ণতায় কোনও আঁচড় ধরাইছে কি না, তাহা গবেষণার বিষয়। তবে উদ্বেগের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। যথারীতি জগন ক্ষিপ্ত হইয়া হাত পা ছুঁড়িতেছেন, চন্দ্রবাবুকে অসত্য বলিবার দায়ে অভিযুক্ত করিতেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হইল, পশুর চর্বি ঢুকিল কী করিয়া? ব্যবহৃত ঘিতে কি উহা কেউ উদ্দেশ্যপূর্বক মিশাইয়াছে? কে সে? লাড্ডু প্রস্তুতকারক টেন্ডার বিজয়ী না মন্দিরের রন্ধন গৃহ? একদল মহা হিন্দুধর্মী তো বলিয়া দিয়াছেন, ইহা জেহাদিদের কাজ। লাড্ডু-জেহাদ শব্দটি হয়তো অচিরেই অক্সফোর্ড অভিধানে জায়গা করিয়া লইবে!

কিন্তু আবার বলিতেছি, সূচিভেদ্য সতর্ক ব্যবস্থা এবং আনাচে কানাচে বিছানো সিকিউরিটি নেটওয়ার্কের চোখকে ফাঁকি দিয়া জেহাদি লাড্ডু প্রবেশ করিল কোন গুপ্তপথে? তবে কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, সুরক্ষার লৌহপ্রাচীর অপেক্ষা উহাদের যত্রতত্র প্রবেশের উপায়সমূহ অনেক বেশি শক্তিশালী? আর সর্বোপরি হিন্দুধর্মকে এ-রূপ চোরাপথে কলুষিত করার জন্য জগন সহ অন্যান্য ছদ্মবেশী জেহাদিকে অবিলম্বে ইউএপিএতে লাগাম পরাইয়া কোতল করা উচিত।

কিন্তু মুশকিল একটাই। খড়ের গাদায় সূঁচ খুঁজিবে কে? সিবিআই না ইকনমিক উইংস না সরকারের পেশাদারি গুপ্তচর সংস্থা? ইহা লইয়া সম্ভবত কিছু গোলযোগ দেখা দিয়াছে। নচেৎ এতদিনে জেহাদিদের শায়েস্তা করিতে পুলওয়ামা গোছের একটা কিছু ঘটিয়া যাইত। যাই হোক, শোনা যাইতেছে, লাড্ডু লইয়া না কি একটি 'ল্যান্ডমার্ক' আইন আসিতেছে! সত্যি, লাড্ডুর কী মহিমা!

আন্দোলনে বোনাস বাড়ল হোসিয়ারি শ্রমিকদের

হোসিয়ারি শ্রমিকদের আন্দোলনের চাপে চলতি বছরের পুজো বোনাস খানিকটা বাড়ল। ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখা জেলার সমস্ত হোসিয়ারি শ্রমিকেরা পুজোর বোনাস যাতে শ্রম দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী পায় তার দাবি জানিয়েছিলেন। শ্রম দপ্তরের জয়েন্ট লেবার কমিশনার (পার্সোনাল) নিমতৌড়িতে শ্রম দপ্তরে মেকার মালিক অ্যাসোসিয়েশন ও শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে এক বৈঠকে ডাকেন। তাতে এ বছরের পুজো বোনাস ১০.৩৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০.৫০ শতাংশ হারে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে মালিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন গণেশ কাণ্ডার, শ্রীমন্ত মাজী, অলক হাজরা। শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে স্বাক্ষর করেন মধুসূদন বেরা, নেপাল বাগ, বলরাম জানা, নব শাসমল।

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা বলেন, দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের বোনাস খানিকটা বাড়ল। কিন্তু এখনও রাজ্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অনুসারে চার বছরের রেটবৃদ্ধি বকেয়া রয়েছে। অবিলম্বে তা কার্যকর করতে হবে। অন্যথায় শ্রমিকরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

✦✦ কৃষ্ণনগরে শরৎসাহিত্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সভা

নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এস ইউ সি আই (সি)-র স্থানীয় কর্মীদের উদ্যোগে পার্থিব মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শরৎসাহিত্য চিন্তা ও আজকের দিনে সে বিষয়ে গভীর চর্চার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে ২৯ সেপ্টেম্বর একটি আলোচনাসভা হয়। আলোচনার সূচনা করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য মৃণাল কান্তি দত্ত। মূল আলোচক ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক মৃদুল দাস।

✦✦ বন্যাদুর্গত পূর্ব মেদিনীপুরে ত্রাণ বিতরণ ও বিক্ষোভ

নদীবাঁধ ভেঙে ও প্রবল বর্ষণে পূর্ব মেদিনীপুরের বেশ কয়েকটি ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত। শত শত মানুষ ঘরছাড়া। বাড়ছে সাপের উপদ্রব। এদিকে সরকারি ত্রাণের পরিমাণ নগণ্য। এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে ২৫ সেপ্টেম্বর পাঁশকুড়া সহ নানা জায়গায় বন্যাদুর্গত মানুষের কাছে খাবার সহ ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। বানভাসি মানুষকে পর্যাপ্ত ত্রাণ দেওয়ার দাবিতে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির ডাকে ২৬ সেপ্টেম্বর বিডিও দফতরে বিক্ষোভ দেখান ঘাটালের মানুষ।

২৭ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা ও উদ্যানপালন দফতরের মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয় সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে। জেলার সমস্ত বন্যাকবলিত ও জলবন্দি মৌজাগুলির দুর্গতদের উপযুক্ত সাহায্য দেওয়ার জন্য বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসককে ২৮ সেপ্টেম্বর স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সমস্ত কৃষিজ ফসল ও ভেঙে যাওয়া বাড়ির যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবিও তোলা হয়।

✦✦ এ আই ইউ টি ইউ সি-র মালদা জেলা সম্মেলন

কেন্দ্রীয় সরকারের কালা শ্রমকোড বাতিল, ন্যূনতম ২৬০০০ টাকা বেতন, মোটরভ্যান ও টোটো চালকদের উপর পুলিশি হয়রানি বন্ধ, আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-মিড ডে মিল কর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি ও বেতন বৃদ্ধি, বিড়ি-নির্মাণ-পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিচয়পত্র সহ অন্যান্য দাবিতে ২৪ সেপ্টেম্বর মালদা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল এ আই ইউ টি ইউ সি-র মালদা জেলা সম্মেলন। সম্মেলনে বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রবীর মাহাতো ও কমরেড জয়ন্ত সাহা। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড কার্তিক বর্মন, কমরেড দেবাশীষ দাস, কমরেড মেহেবুবা খাতুন, কমরেড রৌশন আরা বেগম। মোটরভ্যান, টোটো, ব্যাঙ্ক, নির্মাণ, আশা, মিড-ডে মিল ক্ষেত্র থেকে তিন শতাধিক শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। কমরেড সুবল মাহাতোকে সভাপতি, কমরেড অংশুধর মণ্ডলকে সম্পাদক ও কমরেড কার্তিক বর্মনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ২১ জনের মালদা জেলা কমিটি গঠিত হয়। শেষে শ্রমিকদের দাবিতে ও আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তারি ছাত্রীর খুন-ধর্ষণে যুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে শ্রমিকদের মিছিল সম্মেলন স্থল থেকে শুরু করে রথবাড়ি মোড় পর্যন্ত হয়।

✦✦ ঝাড়গ্রামে মিড-ডে মিল কর্মীদের জেলা সম্মেলন

চারশো প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ২৯ সেপ্টেম্বর ঝাড়গ্রাম জেলার মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে আরজি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। অলকা মাহাতোকে সভানেত্রী এবং মধুশ্রী বেজ ও মিতালি বাগালকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৩৮ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের রাজ্য সম্মেলন

২৯ সেপ্টেম্বর সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের ১৩তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে ‘স্বাস্থ্য দপ্তরের সীমাহীন দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের পরিণতি অভয়াকাণ্ড— নৃশংসতার শেষ কোথায়’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা কলকাতার নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ডাঃ সজল বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী, সঞ্চালনা করেন ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ অশোক সামন্ত, ডাঃ সুদীপ দাস, জুনিয়র চিকিৎসক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ শুভেন্দু মল্লিক, প্রাক্তন আইজিপি সুজিত কুমার সরকার, প্রাক্তন বিচারপতি অঞ্জলি সিনহা, ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র প্রমুখ। সভায় অভয়ার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালুর ঘোষণা এবং ভবিষ্যত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনে ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তীকে সভাপতি, ডাঃ সুদীপ দাসকে কার্যকরী সহ সভাপতি, ডাঃ সজল বিশ্বাসকে সাধারণ সম্পাদক এবং ডাঃ স্বপন বিশ্বাসকে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ করে ৭৩ জন সদস্যের একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি করা হয়।

জীবনাবসান

এসইউসিআই(সি) পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার হরিপুর লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য রেনজুড়া গ্রামের কমরেড প্রণব গিরি ৯ সেপ্টেম্বর মর্মান্তিক ভাবে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। ১৯৬৯ সালে স্কুলে পড়া অবস্থায় এ আই ডি এস ও-র সংস্পর্শে আসেন তিনি এবং পাশ-ফেল চালুর দাবিতে আন্দোলনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করেন। পরিবারের অভাব-অনটনের মধ্যে বাবা মারা যাওয়ার জন্য তাঁকে সাংসারিক দায়িত্ব নিতে হয়। কয়েক বছর পর পোস্ট অফিসের কাজে যুক্ত হন। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে এলাকায় দলের কাজ শুরু করেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে অংশ নেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ শতবর্ষ উদযাপনে ব্রিগেড সমাবেশ সফল করতে তাঁর এলাকায় ও কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। দৃঢ়, সাহসী, বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ও এলাকার মানুষজনের আপনজন ছিলেন তিনি। ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার জানা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

কমরেড প্রণব গিরি লাল সেলাম

আশাকর্মীদের রাজ্য সম্মেলন কলকাতায়

আশাকর্মী সহ ১০ লক্ষেরও বেশি মহিলা এ রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে স্কিম কর্মী হিসাবে কাজ করে চলেছেন। এঁরা অতি অল্প পারিশ্রমিকে বছরের পর বছর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্রে পরিষেবা দিয়ে আসছেন। অথচ সরকার তাদের নিয়মিত কর্মচারীর মর্যাদা দেয় না। ফলে তাঁরা ন্যূনতম বেতন, পেনশন, সরকারি ছুটি সহ সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। কর্মক্ষেত্রে কোনও নিরাপত্তা নেই। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে। বস্তুত এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে সমস্ত আশাকর্মীদের সংগঠিত করে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন এ রাজ্যে একক সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জেলায় জেলায় সম্মেলন সম্পন্ন হওয়ার পর ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা, সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, সহসভাপতি কমরেড নন্দ পাত্র, স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের পক্ষে অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস ও কমরেড অমল মাইতি। বিভিন্ন স্কিমের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। সব ক'টি জেলা থেকেই প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে কৃষ্ণা প্রধানকে সভানেত্রী, ইসমত আরা খাতুনকে রাজ্য সম্পাদক, মিতা হোড়কে অফিস সম্পাদক ও শ্রাবন্তী মণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৭০ জনের কমিটি গঠিত হয়।

সিটিজেনস ফর জাস্টিসের প্রীতিলতা স্মরণ

সিটিজেনস ফর জাস্টিস ২৪ সেপ্টেম্বর অভয়ার বিচারের দাবিতে হাজরা মোড়ে শহিদ প্রীতিলতা স্মরণে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালন করে। বক্তা ছিলেন আর জি কর হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার সৌরভ রায়। নাটক পরিবেশন করেন শুভজিৎ। গান কবিতা পথনাটিকা নৃত্যের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা অভয়ার ন্যায়বিচার চান। কর্মসূচিতে ভবানীপুর এলাকার মানুষের উপস্থিতি ছিল বেশ ভালই। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ফোরামের সদস্য শ্রীমা পণ্ডা।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী | GANADABI | Volume: 77, No.: 10 | Bengali | Weekly | October 4, 2024 | Kolkata | Price: Rs. 3.00

ট্রাম চালু রাখার দাবিতে শ্যামবাজার ডিপোতে নাগরিক বিক্ষোভ

মহানগরীতে ট্রাম না চালানোর যে কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন পরিবহণ মন্ত্রী তার প্রতিবাদ জানিয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোতে নাগরিক বিক্ষোভ হয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ট্রাম ইউজারস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক দেবাশীষ ভট্টাচার্য, সম্পাদক মহাদেব শী, নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের তমাল নন্দ, পরিবেশবান্ধব ট্রাম বাঁচাও সংগঠনের পক্ষে সমরেন্দ্র প্রতিহার, অধ্যাপক নির্মল দুয়ারী, অধ্যাপক গৌরাঙ্গ খাটুয়া সহ বহু নাগরিক। দেবাশীষ ভট্টাচার্য পরিবহণ মন্ত্রীর ট্রাম তুলে দেওয়ার পক্ষের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করে বলেন, ট্রাম নয়, শহরের মন্থর গতির জন্য দায়ী সরকারের ট্রাফিক নীতি এবং পরিবহণ দপ্তরের অপদার্থতা। তিনি ট্রামের ডিপোগুলি বিক্রি করে দেওয়ার তীব্র নিন্দা করে বলেন, এর ফলে ভবিষ্যতে যদি কোনও সরকার আধুনিক ট্রাম চালু করতে চান তার আর কোনও উপায় থাকবে না। সমরেন্দ্র প্রতিহার বলেন, কলকাতা শহরের সংকীর্ণ রাস্তাকে আরও সঙ্কীর্ণ করে তোলে রাস্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য ব্যক্তিগত গাড়ি, ম্যাটাডোর, বাইক, অটো প্রভৃতি। এ দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সরকার উদ্দেশ্যমূলক ভাবে শহরের ধীরগতির জন্য ট্রামকে দায়ী করছে। তমাল নন্দ বলেন, রাজ্যের মানুষ সরকারকে নির্বাচিত করেছে মানে তাদের হাতে ট্রাম তুলে দেওয়ার অধিকার দেয়নি। নির্মল দুয়ারী বলেন, সরকার হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ অগ্রাহ্য করে একের পর এক পদক্ষেপ করছে। উপস্থিত সকলেই সরকারের ট্রাম তুলে দেওয়ার নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এই ঘোষণা প্রত্যাহার না করা হলে নাগরিক আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান। শেষে ডিপো থেকে শুরু মিছিলে বহু পথচলতি মানুষ যোগ দেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

২২ সেপ্টেম্বর ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের প্রথম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বেলদা শহরে। দুই শতাধিক আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকা অংশগ্রহণ করেন। আইসিডিএস প্রকল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, ২৮ হাজার টাকা মাসিক বেতন, শূন্যপদে কর্মচারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ, পোষণ ট্র্যাকারের কাজের জন্য সেন্টার প্রতি সিম কার্ড ও অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন সহ ১৪ দফা দাবিতে সোচ্চার হন কর্মীরা। প্রধান বক্তা ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য কমিটির সদস্য পূর্ণ চন্দ্র বেরা। রাজ্য সম্পাদক বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পটি বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

কর্মী ও সহায়িকাদের একটার পর একটা অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য সমস্ত কর্মী ও সহায়িকারা দলমত নির্বিশেষে ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছেন। কিছু দাবি আদায় হয়েছে। সম্মেলন থেকে চম্পা খাতুনকে সভানেত্রী ও অর্চনা দোলাইকে সম্পাদিকা করে ১৯ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

প্রকাশিত

আর জি কর আন্দোলন
সর্বস্তরের জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে

প্রভাস ঘোষ

মিটিং-মিছিল বন্ধের ফতোয়া চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক

আগামী দু'মাস মিটিং-মিছিল বন্ধের সরকারি নির্দেশের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, আগামী দু'মাস মিটিং-মিছিল বন্ধের যে নির্দেশিকা কলকাতা পুলিশ কমিশনার দিয়েছেন তা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক। আর জি করের বিচার চেয়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সেই আন্দোলন সহ মানুষের সমস্ত ধরনের প্রতিবাদ দমন করার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে মহান বিদ্যাসাগর জন্মদিবস 'শিক্ষা বাঁচাও দিবস' রূপে পালিত

২৬ সেপ্টেম্বর ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ সেকুলার মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫তম জন্মদিবস জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির আহ্বানে 'শিক্ষা বাঁচাও দিবস' রূপে পালিত হল। জেলায় জেলায় এই উপলক্ষে অবস্থান ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে মূল কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কলেজ স্কোয়ারে। সভার আগে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর, প্রাক্তন উপাচার্য এবং কমিটির সভাপতি অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, আইআইটি-র অধ্যাপক শান্তনু রায়, অধ্যাপক সুদীপ্ত দাশগুপ্ত প্রমুখ। বক্তারা দেখান জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে কী ভাবে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের পাশাপাশি অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা পাঠক্রমে প্রবেশ করাচ্ছে। সভায় আর জি কর হাসপাতালের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে ও ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রস্তাব পাঠ করা হয়। সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সহ-সম্পাদক ডঃ মৃদুল দাস সভা পরিচালনা করেন।

'অভয়া'র ন্যায়বিচারের দাবিতে কুলতলীতে গণঅবস্থান

আর জি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিতে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং এলাকায় এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের 'থ্রেট কালচার'-এর বিরুদ্ধে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কুলতলী থানার ঘটিহারানিয়া বাজারে ২৯ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে গণঅবস্থানের ডাক দেওয়া হয়।

গোটা রাজ্যের মতো এই এলাকাতেও রেশন ডিলার, দোকানদার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তৃণমূল মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা হুমকি দিয়ে বিপুল টাকা তুলছে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ জোট বেঁধে প্রতিবাদ করলে সেখানেও অত্যাচার চলে। এর প্রতিবাদে সভা করতে চাইলে কুলতলী থানা নানা অজুহাতে বার বার সভার অনুমতি বাতিল করে দেয়। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে এই গণঅবস্থানের আয়োজন করা হয়।

এ দিন প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার, ডাঃ নীলরতন নাইয়া, আইনজীবী বাপীন বৈদ্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। গণঅবস্থানে বিপুল জনসমাগম হয়।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com